যামীরুদ্দীন আহমাদ, মাওলানা (ضمیر الدین احمد مولانا): বাংলাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম, ফাক'ীহ, শায়খু'ল-মাশা'ইখ তাঁহার উপাধি। ১২৯৬/১৮৭৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত সুয়াবিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ জুমাদা'ল-উলা ১৩৫৯/১৯৪০ সনে হাটহাজারীতে তাঁহার ইনতিকাল হয়। হাটহাজারী মাদ্রাসার অদূরে অবস্থিত নূর মসজিদের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পিতা মীর নুরুদ্দীন একজন দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। এইজন্য লোকেরা তাঁহাকে নুরুদ্দীন ওয়ালী বলিয়া ডাকিত। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দীনী শিক্ষার প্রতি তাঁহার ছিল প্রবল আগ্রহ; কিন্তু অভাব-অনটনের ফলে পড়াশুনা বন্ধ রাখিয়া অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বার্মায় গমন করেন। সেইখানে রাত্রে জনৈক পাঞ্জাবী ইমামের নিকট 'ইলমে দীন শিক্ষা করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে তিনি দুইটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন শুনিয়া ইমাম সাহেব তাঁহাকে গাংগুহ চলিয়া যাইতে বলেন। সেই মতে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভারতের সুবিখ্যাত ওয়ালী মাওলানা রাশীদ আহ'মাদ গাংগুহীর সান্নিধ্যে গমন করেন। কিন্তু শরী'আতের 'ইলম হাসিলের আগে 'ইলমে বাতি'ন লাভ করা যায় না বিধায় হযরত গাংগুহী তাঁহাকে প্রথমে শারী'আতের 'ইল্ম সমাপ্ত করিতে বলেন। সুতরাং তিনি দারু'ল-'উলূম দেওবান্দে ভর্তি হইয়া তদানীন্তন মুহতামিম মাওলানা আহ'মাদ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা মাহ'মূদ-হ'াসান, মুফ্তী 'আযীযু'র-রাহ'মান 'উছ'মানী প্রমুখের নিকট হ'াদীছ', ফি'ক্'হ প্রভৃতি 'ইল্ম অর্জন করেন। অতঃপর তিনি গাংগুহ গমন করিয়া মাওলানা রাশীদ আহ'মাদ গাংগুহীর তত্ত্বাবধানে তাস'াওউফের উচ্চ মাক'াম লাভ করিয়া ১৯০৬ সনে চারি ত'রীক'ার খিলাফাত লাভ করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুদিন ফটিকছড়ি জামি'উ'ল-'উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এই দিকে হ'াকীমু'ল-উম্মাঃ মাওলানা 'আশরাফ 'আলী থানাব'ী (র) হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা হাবীবুল্লাহকে মাদরাসা সংক্রান্ত ব্যাপারে

মাওলানা যামীরুদ্দীনের সহিত সলা-পরামর্শ করার আদেশ দান করেন। অতঃপর তিনি হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক নিয়োজিত হন। মাদরাসায় তিনি রীতিমত হ'াদীছ', তাফসীর ও ফিক্'হশাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা দেন। একই সাথে তাস'াওউফ শিক্ষাদানের কার্যও জারী রাখেন।

শেষ জীবনে তিনি মাদরাসার দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে তাস'াওউফের শিক্ষা দানে নিয়োজিত হন। এ সময় বাংলা, আসাম ও বার্মার বহু 'আলিম ও সাধারণ মুসল-মানকে তিনি তাস'াওউফের শিক্ষা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে বার্মাবাসীদের আহ্বানে তিনি কিছুদিন বার্মায় অবস্থান করিয়া ইসলাম প্রচার করেন এবং 'ইলমে মা'রিফাতের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি জীবনে চারবার হজ্জ পালন করেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বহু মুরীদ ও খলীফা রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) হাফিজ ফয়েজ আহমদ ইসলামাবাদী, তাযকিরায়ে জমীর, পটিয়া জমিরিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, তা. বি.; (২) মুফ্তী ফয়জুল্লাহ ও মুফ্তী ইজহারুল ইসলাম, হ'ায়াত মুফ্তী-ই 'আযম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ১৩৯৭ হি., পৃ. ২৯-৩০; (৩) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৫ খৃ.; (৪) হাফিজ জুনায়দ, দারাখ্শান্দা-ই সিতারাঃ, বাবুনগর মাদরাসা, চট্টগ্রাম ১৪০২ হি., পৃ. ৩; (৫) আল-বিদা, স্মরণিকা, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ১৯৮২ খৃ.; (৬) 'আবদু'ল-হাক', য়াদ-ই 'আযীয, চট্টগ্রাম, ২য় সংস্করণ; (৭) সাপ্তাহিক জাগো প্রহরী, ঢাকা, আবদুর রহীম ইসলাবামাদী লিখিত উপমহাদেশের দ্বিতীয় দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসা শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৯৮৬ খৃ.।

আবদুর রহীম ইসলামাবাদী